জ্ঞানের দরজা

সংকলকঃ

সৈয়দ নাদিম আহমেদ জাফরি

জ্ঞানের দরজা

সংকলকঃ
সৈয়দ নাদিম আহমেদ জাফরি

সম্পাদকঃ
এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশকঃ
মাক্তাবে সাকালাইন

প্রকাশকালঃ ১০/১/২০২৬

www.maqtabethaqalayn.com

Maqtab e Taqalayn

Maqtab e Thaqalayn

01924892101

47/1, Projapara, Pirganj, Rangpur.

আমিনে মাক্তাবে সাকালাইনঃ

এইচ,এইচ,এস আসিফ আলী ইমামী

maqtabethqalayn.com

maqtabethqalayn.com

একটি দৃশ্য কল্পনা করুন। দীর্ঘ পরিশ্রম ও সাধনার পর আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি সুপরিচিত ও মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটানো বহু গবেষণাপত্র ও বই প্রকাশ করেছে, যা আপনাকে এখানে আবেদন করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

কিন্তু ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনেই আপনাকে জানানো হলো—বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে প্রয়োজনীয় সব বই দেবে, তবে আপনাকে পাঠদানের জন্য কিংবা দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো কোনো অধ্যাপক এখানে নেই। এমন পরিস্থিতিতে আপনার অনুভূতি কেমন হবে? আপনি কি নিজেকে প্রতারিত মনে করবেন না? নিঃসন্দেহে তখন বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও আস্থা অনেকটাই কমে যাবে।
এখন এই উদাহরণটি কুরআন বোঝার প্রসঙ্গে প্রয়োগ করে দেখা যাক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানবজাতিকে কুরআনের মাধ্যমে সর্বোত্তম, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল হিদায়াত দান করেছেন। কুরআন পবিত্র, প্রজ্ঞায় পূর্ণ এবং মানবজীবনের জন্য এক অনুপম পথনির্দেশনা। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করতে,

maqtabethqalayn.com

গভীরভাবে অনুধাবন করতে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা তাঁর প্রদর্শিত সরল পথে অবিচল থাকতে পারি।

কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে উঠে আসে—কেবলমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করেই, কোনো যোগ্য পথপ্রদর্শক ছাড়া, আমরা কি নিজেরাই কুরআনের প্রকৃত অর্থ, গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম? এর উত্তর স্পষ্টভাবে নেতিবাচক।
তাহলে কি এমনটা ভাবা যুক্তিসংগত হবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কুরআন নাযিল করলেন, কিন্তু তা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বোঝার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করলেন না? এটা কি আল্লাহর হিকমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বাস্তবতা হলো—সাধারণ পার্থিব জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও দিকনির্দেশকের শরণাপন্ন হই। তাহলে সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত হিদায়াতের উৎস কুরআনের ক্ষেত্রে পথনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা আরও কত বেশি হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।
এমনকি সাধারণ পার্থিব জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও আমরা একজন পথপ্রদর্শকের সাহায্য গ্রহণ করি। কেউ যদি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পথে এগোতে চায়, তবে নিজ গবেষণা বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী একজন সুপারভাইজার ছাড়া তার পক্ষে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব।

তাহলে কেবল কুরআন তিলাওয়াত করেই, কোনো দিকনির্দেশক ছাড়া, ইসলাম ও এর গভীর দর্শন সম্পর্কে সবকিছু বোঝা সম্ভব—এমন প্রত্যাশা কীভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্য আমাদের এই দিকটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন।
এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে কুরআনের একটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিই। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি মানুষের বোঝার সুবিধার্থে সহজ ও বোধগম্য উদাহরণ উপস্থাপন করেন, কিন্তু সেগুলোর প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয় কেবল অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তি।

“আর এসব দৃষ্টান্ত আমরা মানুষের জন্য বর্ণনা করি, কিন্তু জ্ঞানী লোক ছাড়া কেউই এগুলো অনুধাবন করতে পারে না।”
(সূরা আনকাবূত, আয়াত ৪৩)

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যারা অন্যদের তুলনায় কুরআনের গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অধিক ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরেকটি আয়াতে কুরআনের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে বলেন—

“নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত কুরআন, যা সংরক্ষিত এক কিতাবে রয়েছে। পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ একে স্পর্শ করতে পারে না।”
(সূরা ওয়াক্বিয়াহ, আয়াত ৭৭–৭৯)

এই আয়াতগুলো কেবল কুরআনের মহিমাই তুলে ধরে না, বরং এটিও ইঙ্গিত করে যে কুরআনের প্রকৃত উপলব্ধি ও গভীর স্পর্শ সবার জন্য সমানভাবে সহজ নয়। বরং এর জন্য বিশেষ পবিত্রতা, যোগ্যতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

উপরের আলোচিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে—কুরআন হলো সর্বাধিক সম্মানিত গ্রন্থ, আর একে স্পর্শ করতে পারে কেবল পবিত্র ব্যক্তিরাই। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে।

সূরা ইনসান (সূরা দাহর, নং ৭৬), আয়াত ২-এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘নুতফা’ (বীর্য) থেকে—অর্থাৎ মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, যা স্বভাবতই অপবিত্র।

maqtabethqalayn.com

এর অর্থ দাঁড়ায়, মানুষ জন্মগতভাবে পবিত্র সত্তা নয়। অথচ আমাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে এবং এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এই কাজ করতে গিয়ে আমরা নিয়মিত কুরআন শরীফ স্পর্শ করি।

যদি সূরা ওয়াক্বিয়ার আয়াতে ‘স্পর্শ’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা এই বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সাধারণ মানুষও কুরআন পাঠ করে এবং তা হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করে।

এখান থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্পষ্ট হয়—উক্ত আয়াতে ‘স্পর্শ করা’ শব্দটি কেবল বাহ্যিক বা শারীরিক স্পর্শের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এখানে এর অর্থ হলো কুরআনের প্রকৃত অর্থ, গভীর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা বা আত্মস্থ করা। আর এই গভীর উপলব্ধি কেবল পবিত্র ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তিত্বদের জন্যই নির্ধারিত।

এর ফলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানবজাতির মধ্য থেকে কিছু বিশেষ নির্বাচিত মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যারা কুরআনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তারা কেবল বাহ্যিকভাবে জ্ঞানী নন;

maqtabethqalayn.com

বরং প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, চরিত্রে পবিত্র এবং আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ। কুরআন যেমন নিষ্কলুষ ও নির্ভুল, তেমনি তার এই প্রকৃত বাহকরাও পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতার দিক থেকে কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবেই তারা কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা হয়ে ওঠেন।

এখন সূরা ইউসুফের একটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন—

“আমরা যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছেন আরেকজন অধিক জ্ঞানী।”
(সূরা ইউসুফ, আয়াত ৭৬)

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, জ্ঞান সকল মানুষের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত নয়। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞানের স্তর নির্ধারিত, এবং কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা অন্যদের তুলনায় অধিক গভীর ও উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী। কুরআনের প্রকৃত উপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই নীতিই প্রযোজ্য।

maqtabethqalayn.com

সূরা আনকাবূতের ৪৩ নম্বর আয়াতে—যা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাঁর বাণীকে প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করতে সক্ষম। অপরদিকে সূরা ইউসুফের আলোচিত আয়াতে বলা হয়েছে—প্রত্যেক জ্ঞানীর ঊর্ধ্বে রয়েছেন আরেকজন অধিক জ্ঞানী।

এই বক্তব্য থেকে একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়—প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির ওপরেই আছেন এমন আরেকজন ব্যক্তি, যিনি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন। অর্থাৎ জ্ঞানের স্তরক্রম একটি ধারাবাহিক শৃঙ্খলের মতো, যেখানে নিচের স্তরের ওপর ক্রমান্বয়ে উচ্চতর স্তর বিদ্যমান। একই সঙ্গে এই আয়াত এটিও জানিয়ে দেয় যে, এইসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইচ্ছা করেন, তাকেই তিনি মর্যাদায় উন্নীত করেন।

এভাবে জ্ঞানীদের এই শৃঙ্খল এক পর্যায়ে গিয়ে অবশ্যই শেষ হবে। সেই শেষ প্রান্তে থাকবেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন।

maqtabethqalayn.com

এই জ্ঞানী ব্যক্তিদের ধারাবাহিকতাকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য মানবজাতির সৃষ্টির একটি পরিচিত উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন কোনো পিতা-মাতা ছাড়াই। এরপর তাঁর মাধ্যমেই পিতা ও পুত্রের ধারাবাহিকতায় মানবজাতির বিস্তার ঘটেছে। এই শৃঙ্খলে প্রত্যেক পুত্রের ঊর্ধ্বে রয়েছেন একজন পিতা, আর প্রত্যেক পিতার ঊর্ধ্বে রয়েছেন আরেকজন পিতা—এভাবে ক্রমান্বয়ে এই ধারা শেষ পর্যন্ত আদম (আ.)-এর কাছে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

ঠিক একইভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও একটি ক্রমানুসারী শৃঙ্খল বিদ্যমান। একজন জ্ঞানীর ঊর্ধ্বে রয়েছেন আরেকজন অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, তার ঊর্ধ্বে রয়েছেন আরও উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী কেউ। এই ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে থাকবেন সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান ও মর্যাদায় ভূষিত।

এই ধারণাই আমাদেরকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়—সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব কে, যিনি কুরআনের জ্ঞান ও হিকমতের পূর্ণ বাহক?

maqtabethqalayn.com

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য এখন আমরা সূরা রা‘দের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সেখানে বলেন—

“আর কাফিররা বলে, ‘তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল নও।’ তুমি বলো—আল্লাহই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, আর সেই ব্যক্তিও, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান রয়েছে।”
(সূরা রা‘দ, আয়াত ৪৩)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন—যদি অবিশ্বাসীরা তাঁর নবুয়ত স্বীকার না করে, তবে তিনি যেন তাদের জানিয়ে দেন যে তাঁর নবুয়তের সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। আর আল্লাহর সঙ্গে আরও একজন সাক্ষী আছেন—যিনি “কিতাবের জ্ঞান” ধারণ করেন।
এই আয়াত থেকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বয়ং তাঁর রাসূলের নবুয়তের জন্য একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী নিযুক্ত করেছেন এবং সেই সাক্ষীকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এভাবেই তাঁকে জ্ঞানীদের সেই ধারাবাহিক শৃঙ্খলের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে—যেখানে তিনি অন্য সবার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

maqtabethqalayn.com

ইসলামী বিদ্বান ও ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, এই আয়াতে উল্লিখিত “যিনি কিতাবের জ্ঞান ধারণ করেন” তিনি হলেন মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)।
সুত্রঃ দুররে মানসুর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৯

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও মাওলা আলী (আ.)-এর কুরআন বিষয়ক জ্ঞান ও গভীর উপলব্ধির বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—
“পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক অর্থ রয়েছে এবং অন্তর্নিহিত অর্থও রয়েছে। আর আলী ইবনে আবি তালিব উভয় অর্থের জ্ঞান রাখেন।”
(হিলইয়াতুল আওলিয়া, আবু নু‘আইম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫)

মাওলা আলী (আ.) তাঁর জীবদ্দশায় বহুবার নিজের জ্ঞানের ব্যাপারে উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং মানুষকে উৎসাহিত করেছেন—তিনি যতদিন তাদের মাঝে আছেন, ততদিন তারা যেন যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তিনি মিম্বর থেকে ঘোষণা করতেন—

মিম্বর থেকে ঘোষণা করতেন—
“আমাকে জিজ্ঞাসা করো—আমি তোমাদের মধ্য থেকে বিদায় নেওয়ার আগেই।”

maqtabethqalayn.com

এই বক্তব্য ‘সালূনী’ নামে পরিচিত, যা বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।
(সূত্র: সাওয়াইকে মুহরিকা, ইবনে হাজার)
বিশেষভাবে কুরআন সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি বলেছেন—

“আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। এমন কোনো আয়াত নেই, যার ব্যাপারে আমি জানি না—তা রাতে নাযিল হয়েছে না দিনে, সমতলে নাযিল হয়েছে না পাহাড়ে।”
(খুলাফায়ে রাশিদদের ইতিহাস, জালালুদ্দিন সুয়ূতি, পৃষ্ঠা ১৯৪)

এই সমস্ত দলিল ও বক্তব্য একত্রে একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে—কুরআনের জ্ঞান কোনো সাধারণ জ্ঞান নয়, আর তার প্রকৃত উত্তরাধিকারীও সাধারণ কেউ নন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজেই তাঁর কিতাবের পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে যাকে মনোনীত করেছেন, তিনিই সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানী, যিনি কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যাকার ও জীবন্ত প্রতিনিধি।

উপরের আলোচনার আলোকে এখন স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর মানবজাতির মধ্যে যাকে সর্বোচ্চ জ্ঞান দান করেছেন এবং বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তিনি হলেন মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম)। তিনি আল্লাহপ্রদত্ত ঐশী জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ এবং এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

সূরা ইউসুফের ৭৬ নম্বর আয়াতে যে “জ্ঞানী–তার ঊর্ধ্বে আরও অধিক জ্ঞানী” শৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে, সেই ধারাবাহিকতা মাওলা আলী (আ.)-এর মধ্যেই এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁর বাণী, উপদেশ, চিঠিপত্র ও ভাষণের সংকলন নাহজুল বালাগা যুগের পর যুগ ধরে তাঁর অনুসারীদের জন্য পথনির্দেশনার এক উজ্জ্বল উৎস হয়ে আছে। এই গ্রন্থটি শুধু মুসলমানদের মাঝেই নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও চিন্তাধারার মানুষের কাছেও সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে।

এখন আমরা আবার সূরা ওয়াক্বিয়ার (৭৭–৭৯) আলোচিত আয়াতের দিকে ফিরে আসি, যেখানে বলা হয়েছে—কুরআনকে স্পর্শ করতে পারে কেবল পবিত্র ব্যক্তিরাই। এখানে প্রশ্ন ওঠে—এই ‘পবিত্র ব্যক্তিরা’ কারা?

maqtabethqalayn.com

কেউ যদি নিয়মিত নামাজ আদায় করে, যথাসম্ভব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং অজু অবস্থায় ঘুমায়, তবে কি সে নিজেকে এই ‘পবিত্রদের’ অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর কুরআনই আমাদেরকে প্রদান করেছে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সূরা নিসার ৪৯ নম্বর আয়াতে বলেন—

“হে রাসূল! তুমি কি তাদের অবস্থা দেখনি, যারা নিজেদেরকেই পবিত্র মনে করে? অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই পবিত্র করেন।”
(সূরা নিসা, আয়াত ৪৯)

আল্লাহ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘নুতফা’—একটি স্বভাবতই অপবিত্র উপাদান থেকে, তাই কোনো মানুষের পক্ষে নিজ থেকে পবিত্রতার দাবি করা সঠিক নয়। প্রকৃত পবিত্রতা কেবল তখনই সম্ভব, যখন তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ইচ্ছা ও নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত হয়—যেমনটি এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সেই বিশেষ ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের তিনি নিজেই পূর্ণাঙ্গভাবে পবিত্র করেছেন। সূরা আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে তিনি বলেন—

maqtabethqalayn.com

“নিশ্চয়ই আল্লাহ চান তোমাদের থেকে সমস্ত অপবিত্রতা দূর করতে, হে আহলে বাইত, এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।”
(সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

এই আয়াতের আলোকে স্পষ্ট হয় যে, ‘আহলে বাইত’ই হলেন সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বগণ, যারা কুরআনের প্রকৃত অর্থে ‘স্পর্শ’ করতে সক্ষম—অর্থাৎ কুরআনের গভীর অর্থ, অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও ঐশী হিকমতকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। তারাই কুরআনের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রাখেন এবং মানবজাতির জন্য সত্যিকার পথপ্রদর্শক।

এই আহলে বাইত আর কেউ নন—তাঁরা হলেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.), মাওলা আলী (আ.), সাইয়্যিদা ফাতিমা যাহরা (সা.), ইমাম হাসান (আ.), ইমাম হুসাইন (আ.), এবং ইমাম হুসাইনের বংশধারা থেকে আগত বাকি নয়জন নিষ্পাপ ইমাম (আলাইহিমুস সালাম)।

তারাই কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা, ঐশী জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং মানবতার জন্য আল্লাহর নির্ধারিত হিদায়াতের চূড়ান্ত মানদণ্ড।

maqtabethqalayn.com

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই আহলে বাইতের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মর্যাদা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুপরিচিত হাদিস হলো হাদিসে সাকালাইন। এই হাদিস অনুযায়ী, আমাদের জীবনে আহলে বাইতের অবস্থান কুরআনের সমতুল্য, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারাই আমাদের জন্য নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতা।

এই হাদিসটি সহিহ মুসলিমসহ বহু নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনায় এসেছে—রাসূলুল্লাহ (সা.) একদিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। স্থানটি ছিল ‘খুম’ নামক একটি জলাধারের পাশে, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত (গাদিরে খুম)। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর স্মরণ করালেন, উপদেশ দিলেন। এরপর বললেন—

“হে মানুষ! শোনো—আমি তো একজন মানুষ। শিগগিরই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আহ্বান আসবে, আর আমি সেই আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি অতি মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি।

maqtabethqalayn.com

প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব—যার মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরো এবং তা থেকে বিচ্যুত হয়ো না।”

“আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বাইত। আমি আল্লাহর নামে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে।

আমি আল্লাহর নামে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে।

আমি আল্লাহর নামে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে।”

সূত্র-সহীহ্ তিরমীজি , খঃ-৬ , হাঃ-৩৭৮৬ , ৩৭৮৮ (ই , ফাঃ) ; সহীহ্ মুসলিম , খঃ-৫ , হাঃ-৬০০৭ , ৬০১০ , (ই ; ফাঃ) ; মেশকাত , খঃ-১১ , হাঃ-৫৮৯২-৫৮৯৩ , (এমদাদীয়া) ; তাফসীরে মাজহারী , খঃ-২ , পৃঃ-১৮১ , ৩৯৩ , আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (ইফাঃ) ; তাফসীরে হাক্কানী (মাওলানা শামসুল হক ফরীদপূরি) , পৃঃ-১২-১৩ (হামিদীয়া) ; তাফসীরে নূরুল কোরআন , খঃ-৪ , পৃঃ-৩৩ (মাওলানা আমিনুল ইসলাম) ; মাদারেজুন নাবুয়াত , খঃ-৩ , পৃঃ-১১৫ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী , তাফসীরে মারেফুল কোরআন , খঃ-১ , পৃঃ-৩৭১ , মুফতি মোঃ সফী (ই , ফাঃ) ; কুরআনুল করিম (মাওলানা মহিউদ্দিন খান) , পৃঃ-৬৫ ; সিরাতুন নবী , খঃ-২ , পৃঃ-৬০৫ , আল্লামা শবলি নুমানী (তাজ কোং) ;

maqtabethqalayn.com

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া , খঃ-৫ , পৃঃ-৩৪৫ খঃ-৭ , পৃঃ-৬১৬ (ই , ফাঃ) ; কাতেবীন ওহী , পৃঃ-১৬৬ (ই , ফাঃ) ; আশারা মোবাশশারা (ফাযেলে দওবন্দ) , পৃঃ-১৬৩ (এমদাদীয়া) ; বোখারী শরীফ , খঃ-৫ , পৃঃ-২৮০ , ২৮২ , (হামীদিয়া) ; রিয়াদুস সালেহীন , খঃ-১ , পৃঃ-২৫৫ (ই , সেন্টার) ; মাসিক মদিনা (জুন , ২০০৫) , পৃঃ-১৫ ; সুফি দশর্ন , পৃঃ-৩৩ , ৩৮ , (ই , ফাঃ) ; দিওয়ানে মইনুদ্দিন , পৃঃ-৪৯১ (জেহাদুল ইসলাম) ; বিশ্ব নবী বিশ্ব ধর্ম (ফজলুর রহমান) , পৃঃ-১৮৮ (মল্লিক ব্রাদার্স কলকাতা) ; বিশ্ব নবী , পৃঃ-৫৩৩ (অধ্যাপক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন) ; যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা (মাওলানা আমিনুল ইসলাম) , প:-২৩০ ; শান্তির নবী , পৃঃ , ১৫৯-১৬২ , (ফজলুর রহমান খান , দায়েমী কমপ্লেক্স) ; মাসিক সুরেশ্বর ,(মার্চ , ২০০১) , পৃঃ-১০ ; শাহাদাতে আহলে বাইত , পৃঃ-৮৪ , (খানকা আবুল উলাইয়াহ) ; সাহাবা চরিত , পৃঃ-২৮ , ২৯ (মাওলানা , মোঃ যাকারিয়া) ; মহানবীর ভাষণ , পৃঃ-২১১ (আব্দুল কাইয়ুম নাদভী (ই , ফাঃ) ; আল মুরাজায়াত , পৃঃ-২৮ , ২২৩ (আল্লামা শারাফুদ্দীন মুসাভী) ; ওহাবী পরিচয় , পৃঃ-১৩৫-১৩৭ , (রেদওয়ানিয়া লাইঃ ১৯৯০ ইং) ; ইসলামিয়াত , পৃঃ-৩৩ (ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী (ই , ফাঃ) ; রহমতে দো আলম মোহাম্মদ , পৃঃ-১১২ , (ইস্টার্ন , লাইব্রেরী) ; যুলফিকারই মুর্তুজা , পৃঃ-১৫৪ (আটরশি) ; মদীনার আলো , পৃঃ-৫৮

maqtabethqalayn.com

এই হাদিসের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো—রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরআনের কথা একবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আহলে বাইতের কথা তিনবার বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইসলামে আহলে বাইতের মর্যাদা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে তাঁদের অবস্থান কতটা অপরিহার্য।

এই একই বক্তব্য ও অর্থবহ নির্দেশনা বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আরেকটি বর্ণনা হলো—
“আমি শিগগিরই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী আমানত রেখে যাচ্ছি—
এক. আল্লাহ তাআলার কিতাব, যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত এক দৃঢ় রশির মতো।
দুই. আমার বংশধর, অর্থাৎ আমার আহলে বাইত।
আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন—এই দুটি কখনো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তারা কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে আমার কাছে উপস্থিত হবে। সুতরাং আমার পরে তোমরা এদের সঙ্গে কেমন আচরণ করো, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো।”

maqtabethqalayn.com

এই হাদিসটি কেবল একটি বা দুটি গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বহু প্রখ্যাত ইসলামী ঐতিহাসিক ও মুফাসসির তাঁদের গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব (আলাইহিস সালাম) নিজেও আহলে বাইতের নেতৃত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে নাহজুল বালাগা-এর বিভিন্ন খুতবায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন—

“নবীর পরিবারবর্গের দিকে দৃষ্টি দাও। তাদের পথকে আঁকড়ে ধরো এবং তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করো। তারা কখনো তোমাদেরকে হিদায়াত থেকে বিচ্যুত করবে না এবং ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে না। তারা যদি বসে থাকে, তোমরাও বসে থাকো; তারা যদি উঠে দাঁড়ায়, তোমরাও উঠে দাঁড়াও। তাদের অগ্রে অগ্রসর হয়ো না—তাহলে পথভ্রষ্ট হবে। আবার তাদের পেছনে পড়েও থেকো না—তাহলে ধ্বংস হবে।” (নাহজুল বালাগা, খুতবা ৯৬)

আরেক খুতবায় তিনি বলেন—

maqtabethqalayn.com

“আল্লাহর শপথ! আমি বার্তা পৌঁছানোর জ্ঞান, প্রতিশ্রুতি পূরণের জ্ঞান এবং বক্তব্যের গভীর অর্থ জানি। আমরা—আহলে বাইত—হিকমতের দরজা এবং শাসনব্যবস্থার আলো ধারণ করি। জেনে রাখো, দ্বীনের পথ একটিই এবং তার রাজপথ সোজা। যে তা অনুসরণ করে, সে লক্ষ্যে পৌঁছে এবং নিরাপত্তা লাভ করে। আর যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে পথভ্রষ্ট হয় এবং অনুতাপে পতিত হয়।”
(নাহজুল বালাগা, খুতবা ১১৯)

মাওলা আলী (আ.)-এর এই অসামান্য গুণাবলি, গভীর জ্ঞান ও ঐশী প্রজ্ঞার কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন—

“আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরজা। যে জ্ঞান চায়, সে যেন দরজা দিয়েই প্রবেশ করে।”
(আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলী বাবুহা...)
(সূত্র: নিসাবুরি, আল-মুস্তাদরাক, হাদিস নং ৪৬৯৪; উদ্ধৃত: রেজা শাহ-কাজেমি, Justice and Remembrance)

উপরের সমস্ত কুরআনি আয়াত, সহিহ হাদিস ও ঐতিহাসিক দলিলের আলোকে আমরা একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি—

সূরা আনকাবূতের ৪৩ নম্বর আয়াতে যাদেরকে "অল্পসংখ্যক জ্ঞানী" বলা হয়েছে,
এবং সূরা ওয়াক্বিয়ার ৭৭–৭৯ নম্বর আয়াতে যাদেরকে "পবিত্র ব্যক্তিত্ব" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—
তাঁরা আর কেউ নন, তাঁরা হলেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর আহলে বাইত।
তাঁরাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দরজা।
তাঁরাই কুরআনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।
তাঁরাই নিষ্পাপ, পবিত্র ও সকল অপবিত্রতা থেকে সংরক্ষিত।

আমাদের জীবনে তাঁদের মর্যাদা কুরআনের মতোই অপরিহার্য। কুরআন যেমন নিখুঁত ও পবিত্র, তেমনি আহলে বাইতও পবিত্রতা ও নির্ভুলতার দিক থেকে কুরআনের পরিপূরক। তাঁদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর বাণীর প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হই।
তাঁরাই আমাদের সত্যিকারের নেতা ও পথপ্রদর্শক।
তাঁদের অনুসরণ করলে আমরা হিদায়াতের ওপর অটল থাকতে পারি এবং নাজাতের যোগ্য হয়ে উঠি।
অতএব, আসুন আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি—

তিনি যেন আমাদেরকে আহলে বাইতের দেখানো পথে দৃঢ় রাখেন,
তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও ভক্তি আরও বৃদ্ধি করেন,
এবং তাঁদের অনুসরণের তাওফিক দান করেন। এলাহি আমিন।

সমাপ্ত